রসূলের স. যুগে নারী স্বাধীনতা

দ্বিতীয় খন্ড

تحرير المراة فى عصر الرسالة

الجزء الثانى

কুরআনুল করীম এবং সহী বুখারী ও মুসলিমের সুস্পষ্ট হাদীসের ভিত্তিতে নারী সমস্যার বিস্তারিত ও বাস্তব ভিত্তিক পর্যালোচনা

আবদুল হালীম আবু শুক্কাহ্

অনুবাদ
মাওলানা মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক

সম্পাদনা
আবদুল মান্নান তালিব

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসিলামিক থ্যট
(বি আই আই টি)

প্রসংগ কথা

ইসলামে ব্যক্তি ও সমাজের পৃথক অস্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র স্বীকৃত। কিন্তু এই অস্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র ব্যক্তিকে সমাজ থেকে আলাদা করে দেয়নি। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র যেমন গুরুত্বপুর্ণ তেমনি ব্যক্তির সাথে সমাজের সম্পৃক্ততাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। নামায ব্যক্তির ওপর ফরয করা হয়েছে কিন্তু জামায়াতবদ্ধভাবে নামায পড়াকে জরুরী গণ্য করা হয়েছে। এভাবে বিভিন্নক্ষেত্রে ইসলামে ব্যক্তির সামাজিক দায়বদ্ধতা একটি সর্বসম্মত বিষয়। কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে ব্যক্তিকে সমাজের বুকে বিলীন হয়ে যেতে হবে। বরং ব্যক্তির নিজস্ব ক্ষেত্র নির্ধারিত আছে। সেখানে তাকে তার দায়িত্ব পালন করতে হবে। আবার সামাজিক ক্ষেত্রেও তার দায়িত্ব নির্ধারিত আছে। সেগুলিও তাকে পালন করতে হবে। অর্থাৎ দায়িত্ব ব্যক্তির, ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে ও সমাজিক ক্ষেত্রে। এজন্য ব্যক্তির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও ব্যক্তি স্বাধীনতা ইসলামে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর এজন্য কিয়ামতে আল্লাহর সামনে ব্যক্তিকে ব্যক্তি হিসাবে হাজির হতে এবং জবাবদিহি করতে হবে। পুরুষ ও নারী দুটি পৃথক সত্তা এবং দুটি পৃথক অস্তিত্ব। মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন দুজনকে পরস্পরের পরিপূরক করে তৈরি করেছেন। এখানে কেবল একজনের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ এবং অন্যজনের গুরুত্বহীন তা নয়। বরং উভয়ের ভূমিকা সমান গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য উভয়কেই আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করতে হবে সমানভাবে। যদি একজনের ভূমিকা কম গুরুত্বপূর্ণ এবং অন্যজনের অধীনস্থ হতো তাহলে তার জবাবদিহির পাল্লা কিছুটা হালকা হতো। কিন্তু কুরআন ও হাদীসের কোথাও এ ধরনের কোনো ইংগিত দেয়া হয়নি। তবে তারা তাদের প্রত্যেকের সামর্থ অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করে যাবে। 'লা-ইউকাল্লিফুল্লাহু নাফসান ইল্লা উস্আহা' অর্থাৎ ব্যক্তির সামর্থের বাইরে কোনো কিছু আল্লাহ তার ওপর চাপিয়ে দেবেন না।' নারী তার সামর্থ অনুযায়ী এবং পুরুষ তার সামর্থ অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করে যাবে। একদিকে তাদেরকে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে আবার অন্যদিকে তারা পরস্পরের পরিপূরক। এভাবে তাদের পরস্পরের সাথে যোগাযোগ ও পারস্পরিক বন্ধনের একটি সিলসিলা গড়ে উঠেছে। বিবাহ বন্ধন এ সিলসিলার একটি প্রধান ও মুল অংশ। কিন্তু কেবলমাত্র এরি মধ্যে তাদের দায় দায়িত্ব ও কর্তব্যপালন সীমাবদ্ধ থাকেনি। ব্যক্তিগত ও সামাজিক বিভিন্ন ইতিবাচক ও নেতিবাচক দায়িত্ব, যেগুলি অনেক ক্ষেত্রে এই বন্ধনের বাইরেও হতে পারে, তাদের পালন করতে হবে। যেমন জ্ঞান অন্বেষণ, ভালো কাজ, ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা দান, আল্লাহর দীনের প্রতি আহ্বান জানানো, আল্লাহর পথে জিহাদ, পেশাগত কাজ, রাজনৈতিক তৎপরতা, অর্থনৈতিক কার্যক্রম, নিষ্কলুষ বিনোদন, ভালো সমাবেশ ও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ ইত্যাদি বিভিন্ন কাজে তাদের দায়িত্ব পালন করতে হবে। নারী ও পুরুষ উভয়কেই এসব কাজে অংশ নিতে হবে।

প্রকাশকের কথা

নারী ও পুরুষ নিয়ে মানুষের সমাজ গঠিত। সভ্যতার বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ে নারীকে বিভন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে মুল্যায়ন করা হয়েছে। নারীর ভূমিকাও ছিল বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্নরূপ। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থেও নারীকে দেখা হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টি দিয়ে। সাম্প্রতিককালে নারী অধিকার ও নারীর ভূমিকা নিয়ে আলোচনা, সমালোচনা হচ্ছে ব্যাপকভাবে। বিশ্ব সংস্থা ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব পাচ্ছে। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির দৃষ্টিকোণ থেকেই নারী আন্দোলনের বিষয়টিকে এগিয়ে নেয়া হচ্ছে। এর ফলশ্রুতিতে পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্যান্য দিকের মতোই এক্ষেত্রে অগ্রগতির ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকগুলো হচ্ছে পরিস্ফুট। এমতাবস্থায় আমরা মনে করি 'রসূলের স. যুগে নারী স্বাধীনতা' বইটি থেকে সংশ্লিষ্ট পাঠক ও চলমান নারী আন্দোলন দিক-নির্দেশনা পাবে। এই বইটি প্রখ্যাত লেখক আবদুল হালীম আবু শুক্কাহ্ রচিত 'তাহ্রীরুল মার্আ ফী আসরির রিসালাহ' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের অনুবাদ। গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন মাওলানা মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক এবং সম্পাদনা করেছেন জনাব আবদুল মান্নান তালিব। এ গ্রন্থের প্রথম ও তৃতীয় খণ্ড পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছে। বি, আই, আই, টি পাঠকের হাতে এর দ্বিতীয় ও ৪র্থ খণ্ড তুলে দেয়ার দায়িত্ব নিয়েছে। আমরা আশা করি এর চতুর্থ খণ্ডটিও অচিরেই প্রকাশিত হবে।

এই বইটির অনুবাদক, সম্পাদক এবং প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট মুদ্রণশিল্পীসহ সকলকে আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। পাঠকবৃন্দ উপকৃত হলে আমাদের শ্রম স্বার্থক হবে। আল্লাহ হাফেজ।

মোহাম্মদ জহুরুল ইসলাম
মহাসচিব
বি আই আই টি

সূচীপত্র

তৃতীয় অধ্যায়

সমাজ জীবনের কর্মতৎপরতায় মুসলিম নারীর অংশগ্রহণ ও পুরুষের সাথে দেখা সাক্ষাত

ভূমিকা ১৭

প্রথম অনুচ্ছেদ

রসূলের যুগে সামাজিক তৎপরতায় মুসলিম নারীর অংশগ্রহণের কারণসমূহ ২৯

এক. জীবনকে সহজ করা ২৯
দুই. নারী ব্যক্তিত্বের উন্নতি ও বিকাশ ৩৩
তিন. জ্ঞান অন্বেষণ ৪০
চার. ভালো কাজ ৪৩
পাঁচ. ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা দান ৪৭
ছয়. আল্লাহর দীনের প্রতি আহ্বান জানানো, এ বিষয়ে হাদীস থেকে কিছু দৃষ্টান্ত ৪৮
সাত. আল্লাহর পথে জিহাদ ৫০
আট. পেশাগত কাজ ৫২
নয়. রাজনৈতিক তৎপরতা ৫৩
দশ. বিয়ের সুযোগ সৃষ্টি করা ৫৫
এগার. নিষ্কলুষ বিনোদন এবং ভালো সমাবেশ ও অনুষ্ঠানাদিতে অংশগ্রহণ ৫৮
শেষ কথা ৬৬
ভূমিকা ও প্রথম অনুচ্ছেদের প্রমাণপঞ্জী ৭২

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

সামাজিক কর্মকাণ্ডে মুসলিম নারীর অংশগ্রহণ ও পুরুষের সাথে তার দেখা-সাক্ষাতের নিয়মাবলী ৮১

প্রসংগ কথা ৮১
যেসব কার্যকারণ নারী-পুরুষের সাক্ষাত ও সামাজিক কাজকর্মে অংশগ্রহণের লক্ষ্যকে সাহায্য করে ৮১
পরস্পর দেখা-সাক্ষাতের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের জন্য অবশ্য পালনীয় নিয়ম কানুন ৮৬
মেয়েদের সাথে সংশ্লিষ্ট নিয়ম কানুন ১০১
পরস্পর দেখা-সাক্ষাত ও সামাজিক তৎপরতায় অংশগ্রহণের নিয়ম-বিধির অবর্তমানে করণীয় কি? ১০৩
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের প্রমাণপঞ্জী ১০৫

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

বিভিন্ন নবী-রসূলের যুগে মুসলিম নারীর সমাজ জীবনের কর্মতৎপরতায় অংশগ্রহণ ও পুরুষের সাথে দেখা-সাক্ষাত ১১৩
নূহ আলাইহিস সালামের যুগে ১১৩
ইবরাহীম আলাইহিস সালামের যুগে ১১৪
ইউসুফ আলাইহিস সালামের যুগে ১১৯
মূসা আলাইহিস সালামের যুগে ১২১
দাউদ আলাইহিস সালামের যুগে ১২৩
সুলাইমান আলাইহিস সালামের যুগে ১২৩
বনী ইসরাঈলদের বিভিন্ন যুগে ১২৪
তৃতীয় অনুচ্ছেদের প্রমাণপঞ্জী ১৩১

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

পর্দা ফরয হওয়ার পূর্বে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীগণ পুরুষদের সাথে দেখা করতেন ১৩৫
জ্ঞানের ক্ষেত্রে ১৩৫
বিয়ের অনুষ্ঠানে ১৩৫
বিবাহ ভোজে ১৩৬
শুভেচ্ছা ও সালাম বিনিময়ের ক্ষেত্রে ১৩৬
দেখা-সাক্ষাতের ক্ষেত্রে ১৩৭
রোগীদের সাথে দেখা-সাক্ষাতের ক্ষেত্রে ১৩৮
ফতোয়া জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে ১৩৯
আপ্যায়নের ক্ষেত্রে ১৩৯
ভালো কাজে আদেশ ও মন্দ কাজে নিষেধের ক্ষেত্রে ১৪০
যুদ্ধক্ষেত্রে ১৪০
হিজাব ফরয হওয়ার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের সামাজিক যোগাযোগ ও পুরুষদের সাথে কথাবার্তা বলা ১৪৫
এক. তাদের রসূলের (স) মজলিসকে অনুসরণ করা এবং কোন কোন সময় আলোচনায় অংশগ্রহণ করা ১৪৫
দুই. রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সফর সঙ্গিনী হওয়া ১৫০
তিন. রসূল (স) তাঁর স্ত্রীদের একজনকে হাবশীদের খেলাধুলা দেখিয়েছিলেন ১৫১
চার. সমাজের সাথে যোগাযোগ রক্ষা ও বিভিন্ন কাজে সহযোগিতা ১৫১
পাঁচ. লোকেরা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে তাঁদের কাছে যেতো ১৫৬
ছয়. তাঁরা মুসলমানদেরকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত শিক্ষা দিতেন ১৬০
চতুর্থ অনুচ্ছেদের প্রমাণপঞ্জী ১৬৭

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

রসূলের (স) যুগে মুসলিম নারীদের সামাজিক তৎপরতায় অংশগ্রহণের বিভিন্ন ঘটনা ১৭৫
প্রাসংগিক ১৭৫
নারী ও পুরুষের পারস্পরিক সালাম ও অভ্যর্থনা জ্ঞাপন ১৭৭
মসজিদ কেন্দ্রিক তৎপরতায় অংশগ্রহণ ও দেখা-সাক্ষাত ১৮০
জ্ঞানান্বেষণের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের পরস্পর সাক্ষাত ও অংশগ্রহণ ২০৯
হজ্জ পালনকালে পরস্পর দেখা-সাক্ষাত ও বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ ২২১
জিহাদের ময়দানে অংশগ্রহণ ও পরস্পর দেখা-সাক্ষাত ২২৪
আমর বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুনকারের কাজে পরস্পর সাক্ষাত ২২৯
সেবা ও আনুকূল্য গ্রহণ ও দানের ক্ষেত্রে পরস্পর সাক্ষাত ২৩৪
স্বামী বা স্ত্রী সন্ধান ও প্রস্তাব দান এবং আকদের সময় পরস্পর সাক্ষাত ২৩৮
বিবাহ ভোজে ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নারী ও পুরুষের অংশগ্রহণ ও পরস্পর সাক্ষাত ২৪৫
অবস্থা অনুসন্ধান ও প্রশ্ন করার সময় দেখা-সাক্ষাত ২৫৮
বেড়াতে গিয়ে দেখা-সাক্ষাত ২৫৮
বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ ও সহমর্মিতা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে দেখা-সাক্ষাত ২৬৩
সম্মান প্রদর্শন ও অভিনন্দন জানানোর জন্য পরস্পর দেখা-সাক্ষাত ২৭০
দোয়া ও বরকত কামনার জন্য পরস্পর দেখা-সাক্ষাত ২৭১
মেহমানদারী ও আপ্যায়নের সময় পরস্পর দেখা-সাক্ষাত ২৭৩
নারী ও পুরুষেরা পরস্পরকে উপহার প্রদান ২৭৮
সুস্বপ্নের মধ্যে পরস্পর দেখা-সাক্ষাত ২৮০
অসুস্থ ও রোগীদের সেবা-যত্নের ক্ষেত্রে পরস্পর দেখা-সাক্ষাত ২৮২
একই বাসগৃহে বসবাস ২৮৫
পানাহারের সময় পরস্পর দেখা-সাক্ষাত ২৮৯
সফর ব্যাপদেশে পরস্পর দেখা-সাক্ষাত ২৯২
মৃত্যু সম্পর্কীয় অনুষ্ঠানাদিতে পরস্পর দেখা-সাক্ষাত ২৯৭
শাসক বা কর্তৃপক্ষের শরণাপন্ন হওয়ার ক্ষেত্রে পরস্পর দেখা-সাক্ষাত ৩০৪
সুপারিশের সময় পরস্পর দেখা-সাক্ষাত ৩০৮
সাক্ষ্যদান, বিচারকার্য সম্পাদন ও শাস্তি কার্যকর করার সময় পরস্পর দেখা-সাক্ষাত ৩১০
মুবাহালায় অংশগ্রহণের সময় পরস্পর দেখা-সাক্ষাত ৩১৭
বিরল ও বিচ্ছিন্ন ঘটনায় পরস্পর দেখা-সাক্ষাত ৩১৮
বিভিন্ন পরিবেশ-পরিস্থিতিতে পরস্পর অংশগ্রহণ ও দেখা-সাক্ষাত ৩২২
মুসলিম পুরুষদের অমুসলিম মেয়েদের সাথে দেখা-সাক্ষাত ৩২৫
পঞ্চম অনুচ্ছেদের প্রমাণপঞ্জী ৩৩৩

Contents

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

রসূলের (স) যুগে মুসলিম নারীর পেশাগত কাজে অংশগ্রহণের ঘটনাবলী ৩৬৭
নারীর পেশাগত কাজের সাথে সম্পৃক্ত কতিপয় আধুনিক সামাজিক দিক ৩৭৫
আমাদের যুগে নারীর পেশাগত কাজে শরীয়তের নির্দেশনা ৩৭৭
ষষ্ঠ অনুচ্ছেদের প্রমাণপঞ্জী ৪০৬

সপ্তম অনুচ্ছেদ

রসূলের যুগে মুসলিম নারীর বিভিন্ন সামাজিক তৎপরতায় অংশগ্রহণের ঘটনাবলী ৪১৩
নারীর সামাজিক তৎপরতার সাথে সম্পর্কিত কতিপয় আধুনিক দিক ৪২৩
আধুনিক সামাজিক তৎপরতার সংজ্ঞা এবং সেখানে নারীর ভূমিকা ৪২৪
আমাদের যুগে নারীর সামাজিক কাজে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে শরীয়ত নির্ধারিত কতিপয় দিক-নির্দেশনা ৪২৬
সপ্তম অনুচ্ছেদের প্রমাণপঞ্জী ৪৪১

অষ্টম অনুচ্ছেদ

রসূলের যুগে মুসলিম নারীর রাজনৈতিক তৎপরতায় অংশগ্রহণ সম্পর্কিত ঘটনাবলী ৪৪৯
নারীর রাজনৈতিক তৎপরতার সাথে সম্পর্কিত কতিপয় আধুনিক দিক ৪৭৭
আমাদের যুগে নারীর রাজনৈতিক তৎপরতায় শরয়ী দিক-নির্দেশনা ৪৮০
পেশাগত কাজে এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক তৎপরতায় নারীর অংশগ্রহণ সম্পর্কে একটি মত ৪৯৬
সমকালীন পাশ্চাত্য সমাজের অভিজ্ঞতার একটি উদাহরণ ৪৯৬
অষ্টম অনুচ্ছেদের প্রমাণপঞ্জী ৪৯৭

তৃতীয় অধ্যায়

ভূমিকা

সমাজ জীবনের কর্মতৎপরতায় মুসলিম নারীর অংশগ্রহণ ও পুরুষের সাথে দেখা সাক্ষাত

প্রথম অনুচ্ছেদ ঃ রসূলের যুগে সামাজিক তৎপরতায় মুসলিম নারীর অংশগ্রহণের কারণসমূহ।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ঃ সামাজিক কর্মকাণ্ডে মুসলিম নারীর অংশগ্রহণ ও পুরুষের সাথে তার দেখা সাক্ষাতের নিয়মাবলী।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ ঃ বিভিন্ন নবী-রসূলদের যুগে মুসলিম নারীর সমাজ জীবনের কর্ম তৎপরতায় অংশগ্রহণ ও পুরুষের সাথে দেখা সাক্ষাত।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ ঃ হিজাব ফরয হওয়ার পূর্বে জীবনের সাধারণ ও বিশেষ ক্ষেত্রসমূহে পুরুষদের সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের সাক্ষাত।

হিজাব ফরয হওয়ার পরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের সাথে যোগাযোগ ও পুরুষদের সাথে কথাবার্তা বলা।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ ঃ রসূলের যুগে মুসলিম নারীদের সামাজিক তৎপরতায় অংশগ্রহণের বিভিন্ন ঘটনা।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ ঃ পেশাগত কাজে মুসলিম নারীর অংশগ্রহণ ও অংশগ্রহণের পক্ষে শরীয়ত সমর্থিত ঘটনাবলী।

সপ্তম অনুচ্ছেদ ঃ সামাজিক তৎপরতায় মুসলিম নারীর অংশগ্রহণ এবং অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে শরীয়তের দিক-নির্দেশনা।

অষ্টম অনুচ্ছেদ ঃ রাজনৈতিক তৎপরতায় মুসলিম নারীর অংশগ্রহণ এবং অংশগ্রহণের ব্যাপারে শরীয়তের দিক-নির্দেশনা।

ভূমিকা

পৃথিবীকে সুন্দর ও পূর্ণাংগরূপে গড়ে তোলার ব্যাপারে মুসলিম নারী পুরুষের অংশীদার। এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ও সাল্লাম যথার্থই বলেছেন, النساء شقائق الرجال "নারী পুরুষের সম অংশীদার।" তাই সংযম ও অধ্যবসায়ের সাথে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ অপরিহার্য। যেহেতু জীবনের ক্ষেত্রসমূহ পুরুষের উপস্থিতি মুক্ত নয়, বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরুষরাই মুখ্য ভূমিকা পালন করছে তাই যতক্ষণ নারী শরীয়তের বিধি-বিধানের মধ্যে অবস্থান করবে ততক্ষণ শরীয়ত পুরুষের সাথে তার দেখা-সাক্ষাতের ক্ষেত্রে কোন বাধ্য-বাধকতা আরোপ করেনা। শরীয়তের বিধি-বিধানের অধীন থেকে নারী ও পুরুষ পরস্পর দেখা সাক্ষাত করতে পারে, মত বিনিময় করতে পারে এবং অনেক কাজে পারস্পরিক সহযোগিতাও করতে পারে। এই সাক্ষাত হবে মর্যাদাজনক ও গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশে। এতে কোন লৌকিকতা, জটিলতা বা স্পর্শকাতরতা থাকবেনা। নারীর স্বাধীন কর্ম তৎপরতা, সমাজ জীবনে তার অংশগ্রহণ এবং পুরুষের সাথে তার অপরিহার্য সাক্ষাতের বিষয়টি শরীয়ত নির্ধারিত করে দিয়েছে এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন। এভাবে কল্যাণ লাভের ব্যাপারে যে সুবিধা ও সহযোগিতা হয় তাও তিনি জানেন। আবার বহু ক্ষেত্রে কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হওয়া ছাড়াও এর মধ্যে যে সীমাবদ্ধতা ও সংকীর্ণতা আছে তাও তিনি জানেন। নারীর এই স্বাধীন কর্মতৎপরতা পরিবার ও সন্তানের প্রতি তার যে প্রাথমিক দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে তা সম্পাদনের পথে বাধা সৃষ্টি করেনা, বরং তার ব্যক্তিত্বের পরিপক্কতা অর্জনে সাহায্য করে। এভাবে তাকে উক্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য পূর্ণাংগরূপে পালন করতে সক্ষম করে তোলে এবং পরিবার ও সমাজের প্রয়োজনে আরো যে সব দায়িত্ব ও কর্তব্য নারীর কাঁধে চাপিয়ে দেয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা পালন করার জন্য তাকে যথাযথভাবে প্রস্তুত করে। মুসলিম সমাজের সাধারণ ও বিশেষ ক্ষেত্রসমূহে সামাজিক কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণ ও পুরুষের সাথে দেখা-সাক্ষাতের (তা স্বতঃস্ফূর্ত হোক বা কোন মহত উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে হোক) একটা সাধারণ ক্ষেত্র রয়েছে।

সাধারণ ক্ষেত্রসমূহ

মসজিদ ঃ মসজিদে ফরয নামায, জানাযার নামায এবং 'কাসূফ' বা সূর্য গ্রহণের নামায অনুষ্ঠিত হয়।

ইলম ও আলেমদের মজলিস ঃ তা মসজিদে হোক, ঈদের মাঠে হোক বা আলেমদের নিজেদের বাড়িতে হোক।

কাবা ঘর ঃ যে ঘরকে আল্লাহ হজ্জ ও উমরাহর বিধানসমূহ পালনের জন্য সম্মিলন কেন্দ্র ও নিরাপদ আশ্রয় বানিয়েছেন।

ঈদের উৎসব অনুষ্ঠান পালনের ক্ষেত্র ঃ এটা ঈদের মাঠে ঈদের নামায আদায়ের জন্য হোক বা মসজিদের অংগনে হাবশীদের খেলাধূলা দেখার বিষয়ে হোক। এ ক্ষেত্রে

প্রথম অনুচ্ছেদ

রসূলের যুগে সামাজিক তৎপরতায় মুসলিম নারীর অংশ গ্রহণের কারণসমূহ

- জীবনকে সহজ করা
- নারী ব্যক্তিত্বের উন্নতি ও বিকাশ
- জ্ঞান অন্বেষণ
- ভালো কাজ
- ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা দান
- আল্লাহর দীনের প্রতি আহ্বান জানানো
- আল্লাহর পথে জিহাদ
- পেশাগত কাজ
- রাজনৈতিক তৎপরতা
- বিয়ের সুযোগ সৃষ্টি করা
- নিষ্কলুষ বিনোদন এবং ভালো সমাবেশ ও অনুষ্ঠানাদিতে অংশগ্রহণ
- শেষ কথা

রসূলের যুগে সামাজিক তৎপরতায় মুসলিম নারীর অংশগ্রহণের কারণসমূহ

সামাজিক জীবনের বিভিন্ন কাজে নারীর অংশগ্রহণ এবং পুরুষের সাথে তার দেখা-সাক্ষাতের কারণ ও প্রয়োজনসমূহ কিতাব ও সুন্নাতে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখিত হয়নি। তবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও অবস্থায় বিভিন্ন সামাজিক ঘটনায় পুরুষের সাথে নারীর অংশগ্রহণ ও দেখা-সাক্ষাত সম্পর্কে যে সব উদাহরণ ও প্রমাণ পেশ করা হয়েছে কিতাব ও সুন্নাহর মূল বক্তব্য থেকে তা পাওয়া যায়। কুরআন ও হাদীসে উদ্ধৃত এসব 'নস্' থেকে যেগুলো আমাদের কাছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছে তা নিচে পেশ করা হলো ঃ

এক. জীবনকে সহজ করা

পবিত্র, কল্যাণময় ও কর্মতৎপর জীবন সহজ ও সরল হওয়া প্রয়োজন, যাতে তা থেমে না যায়, অচল হয়ে না পড়ে, যন্ত্রণা ও বোঝা হয়ে না দাঁড়ায় এবং ঈমানদার নারী-পুরুষ আরামে ও স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করতে পারে। "হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দুটি বিষয়ের যে কোন একটি গ্রহণের এখতিয়ার দেয়া হলে তিনি অধিক সহজটি গ্রহণ করতেন- যদি তা গোনাহর কাজ না হতো। গোনাহর কাজ হলে তিনি তা থেকে সর্বাধিক দূরে অবস্থান করতেন।" (বুখারী ও মুসলিম)[১]

নারীদের সামনে কোন প্রশ্ন বা প্রয়োজন দেখা দিলে তারা তা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে জিজ্ঞেস করে জানার জন্য মাধ্যম হিসেবে স্বামী বা অন্য কোন 'মাহরাম' পুরুষের শরণাপন্ন না হয়ে নিজেরাই তাঁর কাছে আসতো। কারণ অনেক সময় একাজটি পুরুষের জন্য সহজ হতো না। অনেক সময় সহজে তারা তা গ্রহণ করতে পারতো না। অনেক সময় প্রত্যাখ্যান করতো। অনেক সময় বিলম্ব করতো। অনেক সময় প্রশ্ন ও তার জবাব ভালভাবে বুঝতে ও বর্ণনা করতে পারতো না। এ ধরনের বহুবিধ সম্ভাবনা থাকতো। তাই সহজ পথে প্রয়োজন পূরণের জন্য যার প্রয়োজন তিনি নিজেই অগ্রসর হতেন। এজন্য পুরুষ অর্থাৎ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বা তাঁর সাহাবাদের সাথে দেখা করতে হলে তাও করতেন। এখানে কয়েকটি উদাহরণ পেশ করা হলো।

"বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বসেছিলাম। ইতিমধ্যে এক মহিলা এসে বললো, আমি আমার মাকে সাদকা হিসেবে একটি ক্রীতদাসী দিয়েছিলাম। কিন্তু তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। নবী (স) বললেন, তুমি অবশ্যই তোমার সদকার পুরস্কার লাভ করবে এবং উত্তরাধিকার হিসেবে ক্রীতদাসী তোমার কাছে ফিরে আসবে।" (মুসলিম)[২]